ছটঘাট এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছে বিএসএফ। – সংবাদচিত্র

বিএসএফের নজরদারিতে অস্থায়ী ছটঘাট সংস্কারের কাজ শুরু

গৌতম সরকার ● চ্যাংরাবান্ধা

৮ নভেম্বর ঃ বাংলাদেশের দুর্বৃত্তদের হামলার ঘটনার কথা মাথায় রেখে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের ছটপুজোর ঘাটে এবারও থাকছে বাড়তি পুলিশ এবং বিএসএফের কড়া নজরদারি। ছটপুজোর আর বেশিদিন বাকি নেই। তাই বিএসএফের প্রহরার মধ্য দিয়েই সীমান্তের ধরলা নদীতে ছটপুজোর ঘাট সংস্কারের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে।

বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে বিএসএফ। এলাকা ঘুরে দেখে এসেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। এমনিতেই জায়গাটি বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা। তার উপর এখানে কাটাতারের বেড়া নেই। তাই এবারও যাতে প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তার দিকটি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় সেই দাবিতে এদিনও সোচ্চার হন স্থানীয়রা। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সন্তোষ ঠাকুর বলেন, 'কয়েক বছর আগে এই ছটপুজোর ঘাটে বাংলাদেশের দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছিল। এর জেরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। তাই এবিষয়ে বাসিন্দাদের তরফে এবারও বাড়তি নজরদারির দাবি জানানো হয়েছে।' এ বিষয়ে প্রশাসনের তরফে আশ্বাস মিলেছে বলেও জানান তিনি। বিএসএফের তরফে অবশ্য জানানো হয়েছে যে সর্বদাই সীমান্ত এলাকায় কঠোর সতর্কতা জারি থাকে।

মেখলিগঞ্জের বিডিও সঞ্জীব ঘোষ এ প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার বলেন, 'চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের ধরলা নদীতে ছটপুজো ঘাট সংস্কার সহ পরিষ্কার করার কাজ শুরু করা হয়েছে। নিরাপত্তার বিষয়ে বিএসফের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।' ব্লক প্রশাসনের তরফে সব ধরনের ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে বলে বিডিও জানান। তবে এবারও অসমাপ্ত ঘাটেই ছটপুজো করতে হবে পুণ্যার্থীদের। কারণ বিজিবির আপত্তিতে থমকে থাকা স্থায়ী ছটঘাট তৈরির কাজ এখনও শেষ হয়নি। ছটঘাটে পড়ে রয়েছে বোল্ডার, লোহার নেট ইত্যাদি। এই অবস্থায় এবারও যাতে ছটপুজো করতে পুণ্যার্থীদের কোনোরকম অসুবিধা না হয়, সেজন্য প্রশাসনের তরফে অস্থায়ীভাবে ঘাট তৈরির কাজ হচ্ছে। নদীতে ওঠানামার জন্য সিঁড়ি তৈরি হবে। পুরো এলাকাটি পরিষ্কার করে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কয়েক বছর আগে ছটপুজোর দিন ওপার থেকে একদল বাংলাদেশি এপারের পুণ্যার্থীদের লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়ার পাশাপাশি পুজো বেদিতে হামলা চালায়। আতঙ্কে ঘাট থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন অনেক পুণ্যার্থী। ওই ঘটনার জেরে প্রতি বছরই ধরলা নদীর এই ছটঘাটে পুজো দিতে গিয়ে অনেকেই আতঙ্কের মধ্যে থাকেন। যে কথা অজানা নয় প্রশাসনেরও। তাই ঘাটের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সম্প্রতি চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র অধিকারী, মেখলিগঞ্জের মহকুমাশাসক দিব্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বিডিও সঞ্জীব ঘোষ প্রমুখ পরিদর্শন করেন। তাঁরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথাও বলেন। এ প্রসঙ্গে পরেশবাবু বলেন, 'এবারও যাতে এই ঘাটে সুন্দরভাবে ছটপুজো সম্পন্ন করা যায় সেইদিকে আমাদের নজর রয়েছে।' নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কথা হয়েছে বলে তিনি জানান।

কয়েক বছর আগে ছটপুজোর দিন ওপার থেকে একদল বাংলাদেশি এপারের পুণ্যার্থীদের লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়ার পাশাপাশি পুজো বেদিতে হামলা চালায়।

ওই ঘটনার জেরে প্রতি বছরই ধরলা নদীর এই ছটঘাটে পুজো দিতে গিয়ে অনেকেই আতঙ্কের মধ্যে থাকেন।

তাই ঘাটের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সম্প্রতি চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র অধিকারী, মেখলিগঞ্জের মহকুমাশাসক দিব্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বিডিও সঞ্জীব ঘোষ প্রমুখ পরিদর্শন করেন।

গ্রন্থাগার ভবনের কাজ শেষ করার উদ্যোগ

পুণ্ডিবাড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত গ্রন্থাগার ভবনে বিদ্যুতের বিভিন্ন সামগ্রী লাগানোর কাজ জোরকদমে করছে পূর্ত দপ্তরের সোশ্যাল সেক্টর। নভেম্বরের ১৫ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান রয়েছে। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকবেন। ওই অনুষ্ঠানের আগেই গ্রন্থাগার ভবনের নীচতলার সব কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'গ্রন্থাগার ভবনের নীচতলা সংশ্লিষ্ট দপ্তর আমাদের হস্তান্তর করেছে। উপরতলাটা এখনও হাতে পাইনি। ওই ভবনে গ্রন্থাগার চালুর প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।'

কোচবিহার–২ ব্লকের পুণ্ডিবাড়িতে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ ভবনের কয়েকটি ঘরে বর্তমানে গ্রন্থাগার চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অত্যাধুনিক গ্রন্থাগার ভবন তৈরির জন্য প্রায় ৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। পূর্ত দপ্তরের সোশ্যাল সেক্টর ২০১৫ সালে গ্রন্থাগার ভবন তৈরির কাজ শুরু করে। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ভবনের নির্মাণকাজ ২০১৭ সালে শেষ হয়। কিন্তু নতুন ভবনের বেশ কয়েক জায়গায় ফাটল দেখা যায়। এরফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নবনির্মিত গ্রন্থাগার ভবনটি পূর্ত দপ্তরের সোশ্যাল সেক্টরের কাছ থেকে নিতে রাজি হয়নি। এরপর সংশ্লিষ্ট দপ্তর ফাটল মেরামত করে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ভবনের নীচতলা হস্তান্তর করে। ভবনের ভিতরের বিদ্যুতের কাজ প্রায় শেষ হলেও উপরতলায় কাজ বাকি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নতুন গ্রন্থাগার ভবন চালু হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা উপকৃত হবেন। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সভাপতি ভিক্টর সরকার বলেন, 'আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতুন গ্রন্থাগার ভবন দ্রুত চালু করুন। আমরা সেই অপেক্ষায় রয়েছি।'

কম্বল ও বস্ত্রদান

নিউজ ব্যুরো, ৮ নভেম্বর ঃ শ্যামাপুজো উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সংগঠন ও পুজো কমিটির তরফে বস্ত্রদান করা হল। বৃহস্পতিবার দুপুরে ময়নাগুড়ির উজ্জ্বলা কালীপুজো কমিটির তরফে একশো দুস্থকে কম্বল দান করা হয়। পাশাপাশি, তাঁদের চা–বিস্কুটও খাওয়ানো হয়। পুজো কমিটির তরফে রতন ঘোষ, নীতীশ সাহা ও শিশির সরকার বলেন, 'পুজোর বাজেট কিছুটা কাটছাঁট করে দুস্থদের কম্বল দেওয়া হয়েছে।' এছাড়া, ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুমসিগাড়া গ্রামের বাসিন্দা শেরহাং লিম্বু তাঁর সদ্যপ্রয়াত মা যশমায়া লিম্বুর স্মৃতিতে তাঁর গ্রামের ৫০টি দুস্থ পরিবারকে কম্বল ও জামাকাপড় বিতরণ করেন। বুধবার রাতে ধুমসিগাড়া কালীপুজোর মণ্ডপে ওই পরিবারগুলিকে বস্ত্রদান করা হয়। বিধাননগর অরবিন্দ সংঘের তরফে কালীপুজো উপলক্ষ্যে দুস্থদের সাহায্য করা হয়। ক্লাবের সভাপতি সুধীর ঘোষ বলেন, 'প্রতিবছরই আমরা কালীপুজোয় দুস্থদের সাহায্য করি। এবছর বিধাননগর ও সংলগ্ন এলাকার ২০০ মহিলাকে শাড়ি দেওয়া হয়।' বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই মহিলাদের হাতে শাড়িগুলি তুলে দেন মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা কাজল ঘোষ, বিধাননগর পুলিশের ওসি সুমন কল্যাণ ও ক্লাবের সদস্যরা।

ছিনতাই

ইসলামপুর, ৮ নভেম্বর ঃ আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ৩৫ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর থানার রহতপুর এলাকায়। একটি বেসরকারি অর্থলগ্নি সংস্থার ওই কর্মী এই মর্মে ইসলামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

পুজো শেষেও হাল ফেরেনি বিভিন্ন মাঠের

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ দুর্গাপুজোর পর পেরিয়ে গিয়েছে প্রায় তিন সপ্তাহ। কালীপুজোও প্রায় শেষ। কিন্তু শিলিগুড়ি শহরের যে সব মাঠে পুজো বা মেলা হয়, সেগুলির অবস্থা এখনও শোচনীয়। বছরভর শহরের বিভিন্ন মাঠে খেলাধুলোর পাশাপাশি শরীরচর্চা চলে। দুর্গাপুজোর পর প্যান্ডেল খুলে নেওয়া হলেও মাঠগুলি ব্যবহারের উপযুক্ত হয়নি। অভিযোগ, মাঠে গর্ত খুঁড়ে বাঁশ পুঁতে বড়ো প্যান্ডেল ও মেলার আয়োজন করেছিলেন উদ্যোক্তারা। কিন্তু পুজো শেষে বাঁশ খুলে নেওয়া হলেও, ঠিকঠাকভাবে বোজানো হয়নি গর্তগুলি। মাঠজুড়ে পড়ে রয়েছে প্যান্ডেলে ব্যবহৃত অজস্র পেরেক। একটু অসাবধানতাবশত সেই গর্তে পা ঢুকে গেলে বা পেরেকে পা পড়লেই ঘটতে পারে দুর্ঘটনা।

শিলিগুড়ির শক্তিগড় বিদ্যাপীঠ, চম্পাসারি শ্রীগুরু বিদ্যামন্দির, তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় সহ বেশ কিছু মাঠে গেলেই চোখে পড়বে পুজোর পর কার্যত বিধ্বস্ত মাঠগুলি। মাঠজুড়ে গর্ত ও পেরেক পড়ে থাকা তো বটেই, মাঠগুলির সবুজ ঘাস উঠে গিয়ে মাটি বেরিয়ে পড়েছে। ওই মাঠগুলিতে বছরভর ক্রিকেট, ফুটবল সহ বেশ কিছু খেলার প্রশিক্ষণ চলে। একই সঙ্গে চলে সারা বছর ধরে নানা খেলার প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন সরকারি–বেসরকারি স্কুলগুলির বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও হয় ওইসব মাঠে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গিয়েছে, পুজো কমিটিগুলি মাঠে আয়োজিত মেলার স্টল থেকে মোটা টাকা আদায় করে। একই সঙ্গে মেলার বিভিন্ন জয়রাইড থেকেও চড়া হারে টাকা আদায় করা হয়। কিন্তু অভিযোগ, পুজো বা মেলার শেষে মাঠগুলি সংস্কারে বিশেষ টাকা বরাদ্দ করা হয় না উদ্যোক্তাদের তরফে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, মাঠগুলিতে পুজো হোক সেটা সকলেই চায়। এক্ষেত্রে কারও কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু পুজো বা মেলার পর মাঠগুলির সংস্কার করা জরুরি। এক্ষেত্রে তা করা হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুজোর পর বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকে মাঠগুলি। যা একেবারেই ঠিক নয়।

শিলিগুড়ি

তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ত্রিদিব বিশ্বাস বলেন, 'মাঠটি এখন নামেই স্কুলের, ব্যবহারের ক্ষেত্রে নয়। ছাত্ররা মাঠে খেলুক সেটাই চাই। মাঠটি দীর্ঘদিন বিভিন্ন প্রলোভন সত্ত্বেও আগলে রেখেছিলাম শুধু খেলার স্বার্থে। কিন্তু পুজোর পর মাঠটিতে আর খেলার অবস্থা নেই।' চম্পাসারি শ্রীগুরু বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ দত্ত বলেন, '২০০৫ সাল থেকে স্কুলের মাঠে পুজো হচ্ছে। যার ফলে মাঠটির বেহাল দশা। এই মুহূর্তে এমনিতেই খেলার মাঠের অভাব রয়েছে। তাই এই মাঠটি সংস্কারে এলাকার সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠনকেও এগিয়ে আসতে হবে।' এই বিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ক্রীড়া বিভাগের মেয়র পারিষদ শংকর ঘোষ বলেন, 'সব মাঠ পুরনিগমের নয়। অনেক মাঠ রয়েছে যেগুলি স্কুলের নিজস্ব। তবে মাঠ বাঁচাতে মানুষকে সচেতন হতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে ক্রীড়াপ্রেমী মানুষদের।'

দীপাবলির রাতে ধৃত ১১০

ধূপগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ দীপাবলির রাতে বেপোরোয়া বাইক চালানো ও বেসামাল অবস্থায় থাকার অভিযোগে ১১০ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। একই সঙ্গে জেলায় বেআইনি মদের দোকানে অভিযান চালিয়ে ৩০০ লিটারের বেশি দেশি ও বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। অন্যদিকে, ধূপগুড়ি ব্লকের শালবাড়ি এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক বাইকচালকের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শালবাড়ি এলাকা থেকে দুই বন্ধু বাইক নিয়ে ফুলবাড়ি ঘুরতে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফেরার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারে। হাসপাতালে নিয়ে আসার পথেই মৃত্যু হয় রাজেশ সরকার নামে ওই বাইকচালকের। তাঁর বন্ধু গুরুতর আহত অবস্থায় জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জেলা পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি বলেন, 'জেলায় মদ্যপ বাইকচালক ও মদ্যপ অবস্থায় থাকা ১১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতেই পুলিশ মদ্যপদের বিরুদ্ধে কড়া ভূমিকা নিয়েছে। জেলার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতেও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।'

সেতু থেকে পড়ে মৃত্যু

ময়নাগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ সেতু থেকে পড়ে মৃত্যু হল অজ্ঞাতপরিচয় এক বৃদ্ধার। ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ির জরদা সেতুতে। স্থানীয়দের দাবি, ওই বৃদ্ধা আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। কেন তিনি সেতুর ধারে গিয়েছিলেন বা সত্যিই তিনি আত্মহত্যা করেছেন কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিন সকাল ৮টা নাগাদ দোকানপাট খুলছিলেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। হঠাৎ তাঁদের নজরে আসে এক বৃদ্ধা টোটোতে করে এসে জরদা সেতুর কাছে নামলেন। প্রথমে বিষয়টিতে আমল দেননি কেউই। কিছুক্ষণ পর ওই রাস্তা দিয়ে প্রাইভেট টিউশন পড়তে যাচ্ছিল তিন ছাত্রী। তারা খেয়াল করে, ওই বৃদ্ধা সেতু থেকে নীচে পড়ে গেলেন। তাদের চিৎকারেই ছুটে আসেন স্থানীয়া বাসিন্দারা। নদীতে জল না থাকায় বৃদ্ধা ছিটকে গিয়ে পড়েন একটি পাথরের ওপর। এরপর স্থানীয়রাই এক সিভিক ভলান্টিয়ারের সহযোগিতায় তাঁকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ময়নাগুড়ি থানার আইসি তমাল দাস বলেন, 'বৃদ্ধার নাম–পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। আর কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

দাড়িভিট স্কুল খুলতে বৈঠক

ইসলামপুর, ৮ নভেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার দাড়িভিট হাইস্কুল খোলা নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক করল ইসলামপুর মহকুমা প্রশাসন। ইসলামপুরের বিবেকানন্দ সভাগৃহে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। ইসলামপুরের মহকুমাশাসক মণীশ মিশ্রের নেতৃত্বে বৈঠক শুরু হয়। সিপিএম সহ বামফ্রন্টের অন্য শরিকদল, কংগ্রেস, বিজেপির প্রতিনিধিদের পাশাপাশি শাসকদলের বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়াল ওই বৈঠকে হাজির ছিলেন। প্রায় দু–ঘণ্টা ধরে বৈঠক চলে। বৈঠক শেষে বিধায়ক 'যা বলার মহকুমাশাসক বলবেন' বলে বেরিয়ে যান। মহকুমাশাসক বলেন, 'বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে। আগামী ১০ তারিখ আমরা স্কুল খুলব। প্রত্যেকেই সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের যে সমস্ত দাবি রয়েছে তা যথাযথ জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।' জেলবন্দি গ্রামবাসীদের মুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সমস্ত দাবি যেখানে পাঠানোর আমি পাঠিয়েছি। তবে ১০ তারিখ স্কুল খুলবে এটা বলতে পারি।' দাড়িভিট কাণ্ডে মৃত দুই ছাত্রের পরিবার বুধবার রাতেই স্কুল খোলার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিল। তবে তাদের দাবি ছিল, ১৩ তারিখের মধ্যে জেলবন্দিদের মুক্তি দিতে হবে। না হলে তারা আবার স্কুলের গেট আটকে আন্দোলন শুরু করবে।

হুইলচেয়ার প্রদান

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের আদর্শনগরের বাসিন্দা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত বিনীতা বর্মনকে হুইলচেয়ার দেওয়া হল। শক্তি পাল নামে একজন সেনা জওয়ানের উদ্যোগে তাঁকে এই হুইলচেয়ার দেওয়া হয়। বহু বছর ধরে বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাচ্ছেন বিনীতা। অর্থাভাবে হুইলচেয়ার কিনতে পারেনি তাঁর পরিবার। ৫ নভেম্বর তাঁর বাড়ি গিয়ে সব খতিয়ে দেখার পর বৃহস্পতিবার তাঁকে একটি হুইলচেয়ার ও কিছু খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন শক্তিবাবু। এই কাজে তাঁকে সহযোগিতা করে 'একটি প্রয়াস' স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ অন্য সমাজসেবীরা।

মহারাজা কলোনির রাজেশ যাদব গলিতে পড়ে রয়েছে আবর্জনা। ছবি ঃ শমিদীপ দত্ত

ভ্যাটে জমে থাকছে আবর্জনা, দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ বাসিন্দারা

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ ভ্যাটে জমে থাকা আবর্জনা নিয়ে যাওয়ার জন্য পুরনিগমের গাড়ি নিয়মিত আসে না। এই অবস্থায় আবর্জনায় অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মহারাজা কলোনির রাজেশ যাদব গলি। রাস্তাজুড়ে আবর্জনা ছড়িয়ে থাকার পাশাপাশি এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ায় ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, আবর্জনা সংগ্রহের ভ্যানগুলি গলিতে নিয়মিত আসে না। সপ্তাহে এক–দুবার গলির কয়েকটি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে গলিতে থাকা ওই ভ্যাটে ফেলে চলে যায়। নিয়মিত আবর্জনা সংগ্রহের ভ্যান না আসায় স্থানীয় বাসিন্দারাও বাধ্য হয়ে ওই ভ্যাটেই আবর্জনা ফেলেন। ফলে রাস্তাজুড়ে আবর্জনা ছড়িয়ে পড়ছে। নিয়মিত গলির প্রতিটি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহের পাশাপাশি ভ্যাটে জমে থাকা আবর্জনা পরিষ্কার করার দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মহারাজা কলোনির সঙ্গে সংযোগকারী এই গলিটির একদিকে রয়েছে সন্তোষীনগর মেইন রোড। সারাদিনে বহু মানুষ এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করেন। এই রাস্তার দু–পাশে ষাটটিরও বেশি পরিবার বসবাস করে। রাস্তার পাশে থাকা আবর্জনায় ভরতি ভ্যাটের চারপাশেও আবর্জনার স্তূপ জমে রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা নমিতা প্রসাদ বলেন, 'তিন বছর ধরে আবর্জনা সংগ্রহের ভ্যান সপ্তাহে দু–একদিন আসে। শুধু তাই নয়, গলির বেশিরভাগ বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে না। তাই আমরা গলিতে থাকা ভ্যাটটিতেই আবর্জনা ফেলে থাকি।' অপর এক বাসিন্দা রাহুল শর্মা বলেন, 'ভ্যানগুলি নিয়মিত আবর্জনা নিতে না এলেও ভ্যাটের সামনে আবর্জনা ফেলে যায়। ভ্যাট থেকে আবর্জনা নেওয়ার গাড়িও দুইমাস অথবা তিনমাস অন্তর আসায় সবসময় রাস্তায় আবর্জনা জমে থাকে।' স্থানীয় বাসিন্দা প্রেরণা শর্মা বলেন, 'আবর্জনার উপর দিয়ে হাঁটা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। দুর্গন্ধের জেরে ঘরের জানলা পর্যন্ত খোলা যায় না। ওয়ার্ড কাউন্সিলারের কাছে বহুবার এবিষয়ে অভিযোগ জানানো হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি।' ওয়ার্ড কাউন্সিলার দুর্গা সিং বলেন, 'ভ্যাটকে কেন্দ্র করে এলাকায় একটি সমস্যা রয়েছে। অন্য ওয়ার্ডের বাসিন্দারাও ভ্যাটে আবর্জনা ফেলে যায়। ভ্যাটটি অন্য জায়গায় সরানো যায় কিনা, সে বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। আবর্জনা সংগ্রহের ভ্যান ওই এলাকায় নিয়মিতই যায়। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে।'

অভিযোগ থেকে রেহাই

পদে বহাল রাখা হল মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকেও

চোপড়া, ৮ নভেম্বর ঃ দলীয় প্যানেল অমান্য করে বোর্ড গঠনের ঘটনায় দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের পর এবার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকেও ছাড় দিল তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার ব্লক কোর কমিটির নেতৃত্বের উপস্থিতিতে কাঁচাকালী এলাকায় দলের অন্যতম সদস্য এক্রামুল হকের বাড়িতে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিষয়ে বৈঠক হয়। দলের ব্লক কোর কমিটির আহ্বায়ক তথা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি তাহের আহমেদ বলেন, 'মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহর বানুকে আপাতত আগামী দু' বছরের জন্য প্রধান পদে রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এদিনের বৈঠকে সেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়।' চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতি সহ একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে দলীয় প্যানেল অমান্য করার অভিযোগ ওঠায় দলের ব্লক ও জেলা কোর কমিটিতে তৎপরতা শুরু হয়েছিল। ইতিমধ্যে হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান এবং মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে দুই দফায় শোকজের চিঠিও পাঠানো হয়। পাশাপাশি চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহম্মদ আজারউদ্দিনকে ইস্তফা দেওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ পাঠায় ব্লক কোর কমিটি। এসব বিষয়ে দফায় দফায় বৈঠকের পর প্রধান ও উপপ্রধানের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সাকির আহমেদকে আগামী আড়াই বছরের জন্য উপপ্রধান পদে বহাল রাখা হচ্ছে বলে বুধবারই জানিয়ে দেওয়া হয়। এরপর বৃহস্পতিবার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের ব্যাপারেও একই পথে হাঁটল তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। প্রধান ও উপপ্রধানকে যেভাবে ছাড় দেওয়া হল, তাহলে একইভাবে চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহম্মদ আজারউদ্দিনকেও ছাড় দেওয়া হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে ইতিমধ্যে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। এ ব্যাপারে ব্লক কোর কমিটির সদস্যরা অবশ্য এদিন কোনো মন্তব্য করতে চাননি। তবে দল যে তাঁর ক্ষেত্রেও একইভাবে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিকে হাঁটবে না সেটাই মনে করা হচ্ছে। ২০ নভেম্বরের মধ্যে সভাপতির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে দলীয়ভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

আলোকচিত্র প্রদর্শনী

মালবাজার, ৮ নভেম্বর ঃ কালার্স অফ সোল সংস্থার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার মালবাজারে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনী হয়। স্থানীয় এফসিসির পুজোমণ্ডপের সামনে মাল আদর্শ বিদ্যাভবনের মাঠে প্রদর্শনীটি হয়। সংস্থার তরফে সৌগত বড়ুয়া বলেন, 'এবছর প্রদর্শনীর পঞ্চম বর্ষ। এবার ডুয়ার্স ও লাগোয়া পাহাড়ের দৃশ্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।' প্রদর্শনীতে ভালো সাড়া মিলেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সাহায্যের আর্জি

মেখলিগঞ্জ, ৮ নভেম্বর ঃ প্লিহার আকার বৃদ্ধি পাওয়ায় সমস্যায় রয়েছে মেখলিগঞ্জ ইন্দিরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী সান্ত্বনা রায় (১১)। সান্ত্বনার বাড়ি মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সরকারপাড়ায়। সান্ত্বনার বাবা গজেন রায় পেশায় দিনমজুর। মা ময়না রায় গৃহবধূ। সান্ত্বনা কয়েকমাস ধরেই পেটে ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিল। তাকে জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার পর জানা যায় যে তার পেটের ভেতর প্লিহার আকার বৃদ্ধি পেয়েছে। যে কারণেই এই সমস্যা হচ্ছে। সান্ত্বনার পরিবারকে চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন উন্নত চিকিৎসার জন্য সান্ত্বনাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে, কিন্তু অর্থের অভাবে দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে চিকিৎসা। সান্ত্বনার মা ময়না রায় জানান, বর্তমানে সান্ত্বনার চিকিৎসা চলছে কলকাতার এসএসকেএমে। চলতি মাসের মাঝামাঝি মেয়ের অস্ত্রোপচার করা হবে। মেয়েকে সুস্থ করে তুলতে এখন অর্থের প্রয়োজন। মেয়েকে সুস্থ করে তুলতে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

ছটপুজোর আগে দাম বাড়ছে নারকেলের

ধূপগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ ভিনরাজ্যে রপ্তানি হয়ে যাওয়ায় ছটপুজোর আগে অনেকটাই বাড়ছে নারকেলের দাম। পাইকারি বাজারেই নারকেলের দাম প্রায় ১০–১৫ টাকা বেড়ে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে সাধারণ গৃহস্থদের। দিন দশেক আগে ধূপগুড়ির পাইকারি বাজারে একজোড়া নারকেলের দাম ছিল ৪৫–৫৩ টাকা, যা ছটপুজোর আগে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০–৬৫ টাকার মতো। বিহারে নারকেলের চাহিদা থাকায় কয়েক মাস থেকেই ধূপগুড়ি বাজারে ওঠা নারকেলের একটা বড়ো অংশ মজুত করা শুরু করেছিলেন একশ্রেণির ব্যবসায়ীরা। বর্তমানে মজুত করা এবং বাজারে ওঠা নারকেল নিয়মিত বিহারে রপ্তানি করা হচ্ছে। এরফলেই মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে বলে দাবি করেছেন ব্যবসায়ীরা।

ছটপুজোর উদ্যোক্তাদের কথায়, ছটপুজোয় নানাধরনের শাকসবজি থেকে শুরু করে নারকেল, কলা সবই দেওয়া হয়। তাই ছটপুজোর আগে শুধু নারকেল নয়, দাম বেড়েছে কলা থেকে শুরু করে শাকসবজিরও। ধূপগুড়ির বাসিন্দা রাজু সাই বলেন, 'কয়েকদিন আগেই একজোড়া নারকেলের দাম ছিল ৫০ টাকা। বৃহস্পতিবারই তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০–৬৫ টাকায়। খুচরো বাজারে নারকেলের দাম আরও বেশি।'

পুজোর উদ্যোক্তারা বলছেন, যাঁরা ছটপুজো করেন তাঁরা দাম বেশি হলেও কমপক্ষে একজোড়া নারকেল কিনবেন। চাহিদা অনুযায়ী নারকেলের জোগান থাকলেও তা ভিনরাজ্যে চলে যাওয়ায় দাম অন্যান্যবারের চেয়ে একটু বেশি রয়েছে। ধূপগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তথা ধূপগুড়ির ছটপুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা রাজেশ সিং বলেন, 'কালীপুজোর পর ছটপুজোতেও যাতে মানুষ একইভাবে নির্বিঘ্নে আনন্দ করতে পারেন সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে।' পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গেও এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

মণ্ডপ বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে অমল

উৎপল সেন ● হেলাপাকড়ি

৮ নভেম্বর ঃ নিজের বাড়ির পাশে কালীপুজোর মণ্ডপ তৈরি করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন এক ছাত্র। প্রতিভাবান সেই ছাত্রের নাম অমল রায়। ময়নাগুড়ি ব্লকের জোড়পাকড়ির হাদলাপাড়ায়। কারও সহযোগিতা ছাড়াই প্রতি বছরই কালীপুজোয় বাড়ির পাশে মণ্ডপ তৈরি করে সে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সেই মণ্ডপে তার হাতে আঁকা বিভিন্ন চিত্রও স্থান পেয়েছে। টোটো, মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি, নাগরদোলা, মোবাইল টাওয়ার, হাতি, ঘোড়া, গোরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, বক, চিল, ইঁদুর, বিড়াল, পাহাড় ইত্যাদি অনেক কিছুই রয়েছে মণ্ডপে। সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ, পরিবেশদূষণ, বৃক্ষরোপণ, বন্যপ্রাণ রক্ষা, নেশামুক্ত সমাজের মতো একাধিক থিম তুলে ধরার চেষ্টা করেছে সে। যা দেখার জন্য মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন তার মণ্ডপে। দর্শনার্থীরা জানিয়েছেন, অনেক বড়ো বড়ো মণ্ডপ দেখলেও অমলের হাতের তৈরি মণ্ডপ দেখে আমাদের মন ভরে গিয়েছে। আকারে ছোটো হলেও, তার তৈরি এই মণ্ডপে বেশ কিছু থিম তুলে ধরা হয়েছে। যেগুলি সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা যায়। অমলের মা ভারতী রায় বলেন, 'ছোটোবেলা থেকে এসবের প্রতি দারুণ আগ্রহ ছিল অমলের। পড়াশোনাতেও তার দারুণ আগ্রহ। কিন্তু তার শিক্ষার জন্য বাইরের কোনো স্কুলে ভরতি করার মতো ক্ষমতা নেই আমাদের। ছবিও ভালো আঁকতে পারে অমল। অনেক কিছুই তৈরি করার ইচ্ছে রয়েছে তার মনে। কিন্তু প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে সব করে উঠতে পারে না।' অমলের বাবা পুনিয়া রায় পেশায় রিকশাচালক। তাঁর আক্ষেপ, প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও ছেলের জন্য সরকারি কোনো সুযোগ–সুবিধে মেলেনি। সরকারি সাহায্য পেলে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে বলে আশা আমাদের। অমলের ইচ্ছে শক্তিকে কুর্নিশ জানিয়েছেন প্রতিবেশীরাও। চিন্তারাখাল সেন, সন্তোষকুমার বসাক, প্রভা সেন–রা জানান, পাড়ার ছেলে অমল প্রায় ৭০ শতাংশ শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী। কিন্তু তার অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর পাঁচটা সুস্থ ছেলেকেও হার মানিয়ে দেয়। কিন্তু অভাব–অনটনের সংসারে তার প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর পরিস্থিতি নেই। আমরা চাই অমলের জন্য সরকারি সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা করা হোক।

অমল রায়ের বানানো মণ্ডপ। – সংবাদচিত্র